বাগিচা শ্রমিক আইন, ১৯৫১

(সর্বশেষ সংশোধন, ১৯৮১)

বাগিচা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের কাজের নিয়মাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য আগে কোন সর্বাত্মক আইন ছিল না। ঐ শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য এবং তাদের কাজের শর্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য এই আইনটি পাশ হয়। বাগিচা শ্রমিকদের একটি বড় অংশ মহিলা। তাই এই আইনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ আলোচনা করা হল ঃ-

- জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতের সর্বত্র এই আইন প্রযোজ্য।
- যে জমিতে চা, কফি, রবার, সিঙ্কোনা অথবা এলাচ চাষ করা হয় বা যে জমি এইসব গাছ চাষ করার জন্য ব্যবহৃত হবে, যার পরিমাণ অবশ্যই পাঁচ হেক্টর বা তার বেশি পরিমাপের বা আয়তনের হতে হবে এবং সেখানে অবশ্যই পনেরো জন বা তার বেশি লোক নিযুক্ত থাকতে হবে অথবা বিগত বারো মাসের কোন একদিন অবশ্যই পনেরো জন বা তার বেশি লোক সেই জমিতে নিযুক্ত ছিলেন, সেই জমিকেই এই আইনের অধীনে বাগিচা বলা হবে,

অথবা

- যে জমি অন্য কোন গাছ চাষের জন্য ব্যবহার করা হয় বা ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত হয় অন্তত পাঁচ হেক্টর মাপের সেই জমিকেও বাগিচা বলা হবে যদি সেই জমিতে অন্তত পনেরো জন শ্রমিক নিয়োজিত থাকেন বা বিগত ১২ মাসের মধ্যে অন্তত এক দিনও পনেরো জন শ্রমিক নিয়োজিত হয়ে থাকেন এবং রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিয়ে এই মর্মে নির্দেশ দেন।
- প্রত্যেকটি বাগিচা মালিককে কাজ আরম্ভ করার ৬০ দিনের মধ্যে বাগিচার নথিভুক্তিকরণের জন্য উপযুক্ত ফি ও অন্যান্য তথ্যাদি সহ একটি দরখাস্ত সরকার নিযুক্ত অফিসারের কাছে জমা দিতে হবে। বাগিচার মালিকানার পরিবর্তন হলে ৩০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট ফর্মে ঐ অফিসারকে জানাতে হবে।
- রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সারা রাজ্যের জন্য একজন মুখ্য পরিদর্শক ও তাঁর অধীনে বাগিচা এলাকায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক পরিদর্শক নিযুক্ত করতে পারেন। তাঁরা তাঁর তাঁর নির্দিষ্ট এলাকার বাগিচায় এই আইনটির বিভিন্ন ধারা মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা দেখবেন।
- রাজ্য সরকার উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার (শল্য চিকিৎসক) এই আইনের অধীনে নিযুক্ত করতে পারবেন। এক্ষেত্রে উপরিউক্ত বাগিচা অঞ্চলের বা কোন বিশেষ শ্রেণীর বাগিচা অঞ্চলের স্থানীয় পরিধ্রি/সীমার মধ্যেই ডাক্তার নিযুক্ত হবেন। তিনি বাগিচা শ্রমিকদের পরীক্ষা করে শংসাপত্র দেবেন। শিশু বা কিশোর বয়সীদের (১৪বছর থেকে ১৮ বছরের মধ্যে) এই কাজে নিযুক্ত করলে তাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে কিনা তাও দেখবেন।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কয়েকটি নিয়মনীতি ঃ

- প্রতিটি শ্রমিকের জন্য প্রতিটি বাগিচা অঞ্চলে মালিক বা মালিক পক্ষ অবশ্যই প্রত্যেকের সহজ নাগালের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করবেন।
- আইনে যে ভাবে বলা আছে সেই ভাবে প্রত্যেক বাগিচা অঞ্চলে প্রতিটি মহিলা এবং পুরুষ শ্রমিকদের সহজ নাগালের মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে শৌচাগার, প্রস্রাবাগার ও কলঘরের ব্যবস্থা মালিক বা মালিক পক্ষ অবশ্যই করবেন। প্রতিটি শৌচাগার ও কলঘর অবশ্যই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং ব্যবহার উপযোগী হতে হবে।
- রাজ্য সরকারের প্রস্তাবিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বাগিচা অঞ্চলে অবশ্যই প্রত্যেক শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের জন্য সমস্তরকমের চিকিৎসার সুব্যবস্থা সব সময়ের জন্য থাকবে।
- যদি কোন বাগিচা মালিক বা মালিক পক্ষ এই আইন অনুযায়ী চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা না করেন, তাহলে মুখ্য পরিদর্শক প্রয়োজন অনুযায়ী ঐ ধরণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করবেন এবং যা খরচ হবে তা ঐ বাগিচার মালিকের কাছ থেকে আদায় করে নেবেন।
- মুখ্য পরিদর্শক কোন শ্রমিক বা তার পরিবারের চিকিৎসার জন্য যা খরচ করবেন, তার বিস্তারিত প্রমাণপত্র কালেক্টরের কাছে জমা দিলে, কালেক্টর ভূমি রাজস্বের বকেয়া হিসাবে ঐ অর্থ বাগিচা মালিক বা মালিক পক্ষের থেকে আদায় করে নেবেন।

শ্রমিকদের কল্যাণ সংক্রান্ত সুযোগ - সুবিধা

- যে বাগিচা অঞ্চলে দেড়শ'-এর বেশি শ্রমিক রয়েছে, সেখানে রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ক্যান্টিনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেখানে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, স্বাস্থ্যকর পানীয় ও খাবারের ব্যবস্থা থাকবে এবং খাবারের দামের তালিকা অবশ্যই টাঙানো থাকবে।
- ক্রেশ -

প্রতিটি বাগিচা অঞ্চলে যেখানে পঞ্চাশ বা তার বেশি মহিলা শ্রমিক হিসাবে কাজে নিযুক্ত (এমনকি, যে সব মহিলারা ঠিকাদার দ্বারা শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত, তারাও) আছেন বা গত বারো মাসের মধ্যে ছিলেন এবং তাদের অন্ততঃ কুড়ি জন বা তার বেশি ৬ বছরের কম বয়সী শিশু সন্তান থাকলে (ঠিকাদার দ্বারা নিযুক্ত মহিলা শ্রমিকদের সন্তান সমেত), সেখানে মালিক বা মালিক পক্ষের তরফ থেকে অবশ্যই ক্রেশের ব্যবস্থা করতে হবে।

- যদি কোন বাগিচা অঞ্চলে পঞ্চাশের কম মহিলা শ্রমিক হিসাবে কাজে নিযুক্ত থাকেন (যে সব মহিলারা ঠিকাদার দ্বারা শ্রমিক হিসাবে কাজে নিযুক্ত, তাদের নিয়ে) বা গত বারো মাসের মধ্যে ছিলেন এবং তাদের শিশু সন্তান সংখ্যা কুড়ি জনের কম হয় (ঠিকাদার দ্বারা নিযুক্ত মহিলা শ্রমিকদের সন্তান সমেত), তাহলেও রাজ্য সরকার মালিক বা মালিক পক্ষকে ক্রেশের ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন এবং মালিক বা মালিক পক্ষ সেই নির্দেশ পালন করতে বাধ্য থাকবেন।

- যে ঘরে শিশুদের দেখভালের জন্য রাখা হবে, সেখানে অবশ্যই পর্যাপ্ত জায়গা থাকবে যাতে প্রতিটি শিশু ভালো করে থাকতে পারে। ঘরটায় পর্যাপ্ত আলো-বাতাস থাকতে হবে। পরিচ্ছন্ন শৌচাগার ও কলঘর থাকবে ও তাতে পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা থাকবে এবং যে সব মহিলারা শিশুদের দেখভালের দায়িত্বে থাকবেন, তাঁদের অবশ্যই এই কাজে প্রশিক্ষিত হতে হবে। এছাড়ও রাজ্য সরকার নির্দেশিত অন্যান্য উপকরণ এবং সুযোগ-সুবিধা, যা যা ক্রেশে থাকা দরকার, তা থাকতে হবে।

- বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা

  প্রতিটি বাগিচা মালিক বা মালিক পক্ষকে রাজ্য সরকার নির্দেশিত নিয়মে তাঁর বা তাঁদের বাগিচা শ্রমিক এবং শ্রমিকদের শিশুদের জন্য বিনোদনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

- শিক্ষ সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা

  যদি কোন বাগিচায় ৬ - ১২ বছরের মধ্যে পঁচিশ জন বা তার বেশি শিশু থাকে (ঐ বাগিচার শ্রমিকদের) তাহলে রাজ্য সরকার প্রত্যেক মালিক বা মালিক পক্ষকে ঐ শিশুদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করার জন্য নির্দেশ দিয়ে নিয়মাবলী প্রণয়ন করবেন এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাদানের মান ও প্রণালীও নির্দেশিত করবেন।

- গৃহের সুযোগ-সুবিধা

প্রতিটি বাগিচা মালিক বা মালিক পক্ষের দায়িত্ব তাঁর বাগানে কাজ করা শ্রমিকদের জন্য থাকার বন্দোবস্ত করা —

ক) বাগিচা অঞ্চলে ঐ বাগানের প্রতিটি শ্রমিককে তাঁর পরিবার সমেত বসবাস করতে দিতে হবে।

খ) বাগিচা অঞ্চলের বাইরে বসবাসকারী প্রতিটি শ্রমিককে যাঁরা অন্ততঃ ছয় মাস ধারাবাহিক ভাবে ঐ বাগিচায় কাজ করে গেছেন, তাঁরা লিখিত ভাবে বাগিচা অঞ্চলে পরিবারসহ বসবাসের গৃহের জন্য আবেদনের মাধ্যমে ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তাদের জন্য গৃহের বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।

বিঃ দ্রঃ ছয়মাস ধারাবাহিকভাবে কাজ করার বিষয়টি সেই শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না যিনি মৃত কোন শ্রমিকের পরিবারের সদস্য এবং মৃত্যুর আগে ঐ শ্রমিক বাগিচা অঞ্চলে বসবাস করতেন।

যদি মালিকপক্ষের দেওয়া কোন বাড়ি ভেঙে পড়ার ফলে বসবাসকারী শ্রমিক বা তাঁর পরিবারের কেউ আহত বা মৃত হন এবং বাড়ি ভেঙ্গে পড়ার জন্য বসবাসকারীরা দায়ী না হন বা কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন বাড়ি ভেঙে না পড়ে তাহলে মালিকপক্ষের উপর এর দায় বর্তাবে।

- ক্ষতিপূরণের জন্য দরখাস্ত

  কমিশনারের কাছে এই ক্ষতি পূরণের জন্য দরখাস্ত করতে হবে —

  ক) যে ব্যক্তি আঘাত পেয়েছেন তাঁকে দরখাস্ত করতে হবে, অথবা

  খ) যে ব্যক্তি আঘাত পেয়েছেন, তিনি যাকে দরখাস্ত করার জন্য কর্তৃত্ব দিয়েছেন, তিনি দরখাস্ত করবেন, অথবা

গ) যে আঘাত পেয়েছে সে যদি নাবালক/নাবালিকা হয়, (চোদ্দ বছরের কম বয়স) তাহলে তার অভিভাবক/অভিভাবিকা দরখাস্ত করবেন, অথবা

ঘ) যদি কোন ব্যক্তি বাড়ি ভেঙে পড়ার ফলে মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে সেই মৃত ব্যক্তির কোন পোষ্য যদি থেকে থাকেন বা ঐ মৃত ব্যক্তির পোষ্য যাকে কর্তৃত্ব দেবেন, সেই ব্যক্তি বা ঐ মৃত ব্যক্তির যদি কোন নাবালক/নাবালিকা পোষ্য থেকে থাকে, তাহলে তার অভিভাবক/অভিভাবিকা দরখাস্ত করবেন।

- বাড়ি ভেঙে পড়ার ছয়মাসের মধ্যে এই দরখাস্ত করতে হবে। নাহলে কোন রকম ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে না।

বিঃ দ্রঃ যদি কমিশনার এমন কোন প্রমাণ পান যাতে তিনি বুঝতে পারেন যে, যুক্তিযুক্ত কোন কারণেই প্রথম ছয়মাসের মধ্যে দরখাস্ত করা যায়নি এবং এই মর্মে সন্তুষ্ট হন, তাহলেই তিনি দরখাস্ত জমা দেওয়ার জন্য আরো ছয় মাস সময় দেবেন বা দিতে পারেন ।

- কাজের সময়সীমা এবং পরিধি / কাজের সময়ের নির্ধারিত সীমা

কাজের সাপ্তাহিক সময়সীমা —

এই আইনের অধীনে কোন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক (১৮ বছরের উপর) সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘন্টার বেশি সময় কাজ করবেন না এবং শিশু (চোদ্দ বছরের কম বয়সী), বা কিশোর/কিশোরী (১৪ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে বয়স) শ্রমিকরা সপ্তাহে সাতাশ ঘন্টার বেশি কখনও-ই কাজ করবে না।

- যদি কোন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক তাঁর নির্ধারিত দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাজের সময়ের বেশি কাজ করেন, তাহলে সেই সময়ের কাজকে 'ওভারটাইম' হিসাবে ধরতে হবে এবং তাঁদের জন্য নির্ধারিত বেতনের দ্বিগুণ রেটে তাঁকে বেতন দিতে হবে।

অবশ্যই এক্ষেত্রেও, কোন শ্রমিককে দিয়ে দিনে নয় ঘন্টা এবং সপ্তাহে চুয়ান্ন ঘন্টার বেশি কখনও-ই কাজ করানো যাবে না।

- যদি কোন বাগিচা অঞ্চলে ছুটির দিন বা কোন বিশ্রামের দিনে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হয় তাহলে সেই শ্রমিকদের এই 'ওভারটাইম'- এর জন্য তাদের সাধারণ বেতনের দ্বিগুণ রেটে বেতন দিতে হবে।
- রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুযায়ী প্রতি সাতদিনের মধ্যে অন্ততঃ একদিন প্রত্যেক শ্রমিককে ছুটি দিতেই হবে।
- বিশেষ কোন অবস্থার সৃষ্টি হলে, প্রাপ্তবয়স্ক কোন শ্রমিককে 'ওভারটাইম' করতে হতে পারে।

- যদি কোন শ্রমিক নিজ ইচ্ছায় তার বিশ্রামের দিন কাজ করতে চান, তাহলে তিনি তা বিনা বাধায় করতে পারেন। অবশ্য এক্ষেত্রেও কোন শ্রমিক কোন ছুটি বা বিশ্রাম না নিয়ে টানা দশদিনের বেশি কাজ করতে পারবেন না বা তাঁকে দিয়ে করানো যাবে না।

বিঃ দ্রঃ যদি কোন দিন ঝড়, আগুন, বৃষ্টি বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কোন শ্রমিক কাজ করতে না পারেন তাহলে তিনি ইচ্ছা করলে ঐ দিনটিকে তাঁর বিশ্রামের দিন হিসাবে গণ্য করতে পারেন।

অবশ্যই এই ধারার কোন নিয়মই সেইসব শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, যারা ছয়দিনের কম কাজ করেছেন।

- প্রতিটি শ্রমিককে দিনে একটানা পাঁচ ঘন্টা কাজ করার পর অন্ততঃ আধ ঘন্টা বিশ্রামের সময় দিতে হবে।
- কোনো প্রাপ্তবয়স্ক বাগিচা শ্রমিককে দিয়ে বিশ্রামের সময় সমেত বারো ঘন্টার বেশি কাজ করানো চলবে না। এর মধ্যে কোন শ্রমিক যদি কোন দিন কাজের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন, তাহলে সেই সময়কেও এর মধ্যে ধরা হবে।
- মহিলা ওবং শিশুদের জন্য রাতে কাজ

রাজ্য সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন ভাবেই কোন মহিলা বা শিশু শ্রমিককে দিয়ে বাগিচায় সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যে ৭টার সময়সীমার বাইরে কাজ করানো চলবে না।

বিঃ দ্রঃ এই নিয়ম বাগিচা অঞ্চলের কোন ধাত্রী বা সেবিকাদের (নার্স) জন্য প্রযোজ্য নয়।

- কোন শিশু বা কিশোর কিশোরীকে বাগিচার কাজে লাগাতে হলে তার শারীরিক যোগ্যতার শংসাপত্র এবং পরিচয়বাহী টোকেন থাকা আবশ্যক।

প্রতিটি শ্রমিক বেতনসমেত বছরে নিম্নলিখিত হারে ছুটি পাবেন -

ক) প্রাপ্তবয়স্ক হলে - কুড়ি দিন কাজ করলে একদিন ছুটি

খ) নাবালক/নাবালিকা হলে - পনের দিন কাজ করলে একদিন ছুটি।

বিঃ দ্রঃ যদিও এই আইন অনুযায়ী নাবালক/নাবালিকাদের (চৌদ্দ বছরের নীচে বয়স) কথা এখানে বলা হল কিন্তু শিশু শ্রমিক রাখা বর্তমানে দন্ডনীয় অপরাধ।

- উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসকের শংসাপত্র অনুযায়ী অসুস্থতাজনিত ভাতা ও মাতৃত্বজনিত সকল প্রকার ছুটি ও সুযোগ-সুবিধা বাগিচা শ্রমিকদের দিতে হবে।
- বাগিচা অঞ্চলে কোন দুর্ঘটনায় কোন শ্রমিকের মৃত্যু হলে অথবা তার শারীরিক আঘাত লাগলে যার জন্য পরবর্তী ৪৮ ঘন্টা সে কাজে যোগদান করতে পারছে না, সেই দুর্ঘটনার কথা মালিককে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে এবং দুর্ঘটনার একটি রেজিষ্টার রাখতে হবে।

শাস্তি ঃ

পরিদর্শকের কাজে বাধা দেওয়া অথবা ইচ্ছাপূর্বক তাঁর তদন্তে বাধা সৃষ্টি করার অপরাধে তিন মাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা পাঁচশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুটোই একসঙ্গে হতে পারে।

কাজে উপযুক্ততার মিথ্যা শংসাপত্র দাখিল করলে বা তার চেষ্টা করলে একমাস পর্যন্ত কারাদন্ড অথবা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুটোই একসঙ্গে হতে পারে।

একই ব্যক্তি কোন অপরাধে অভিযুক্ত হলে এবং আবার সেই একই অপরাধ করলে ছয় মাস পর্যন্ত কারাদন্ড এবং এক হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা দুটোই একসঙ্গে হতে পারে।

জেনে রাখা দরকার

উপরিউক্ত আইনের অধীনে যদি কোন শ্রমিক তার যে কোন ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হন, তাহলে তিনি সর্বপ্রথমে মুখ্য পরিদর্শকের কাছে অভিযোগ জানাবেন।